২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। খাদ্যশস্য উৎপাদন ঃ

সরকারের কৃষি বান্ধব কার্যক্রমের ফলে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ সালে খাদ্যশস্য (চাল, গম, ভুট্টা) উৎপন্ন হয়েছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন *। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও একইভাবে উৎপাদন বেড়েছে।

২। বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরষ্কার ১৪২০ বিতরণ ঃ

প্রতিবছর কৃষি ক্ষেত্রে ১০টি বিষয়ে (কৃষি গবেষণায় অবদান, কৃষি সম্প্রসারণে অবদান, প্রতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন, কৃষি উন্নয়নে জন সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার, কৃষিতে মহিলাদের অবদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ) 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার' প্রদান করা হয়ে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৭/০১/২০১৬ তারিখে মোট ৩২ ব্যক্তি/সংস্থাকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার-১৪২০' (স্বর্ণপদক ৫টি, রৌপ্যপদক ৯টি, ব্রোঞ্জপদক ১৮টি) প্রদান করা হয়েছে।

৩। কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৬ হাজার ৪২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (সার, বিদ্যুৎ, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি) ভর্তুকি বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ আর্থিক সালের বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের প্রণোদনা প্রদান :

- খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৯টি জেলার ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৬৩ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাবদ ২৭২১.৬২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;
- খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে নেরিকা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ৪০টি জেলার ৩০ হাজার জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাবদ ৫৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;
- খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে ৬৪টি জেলার বিভাজন অনুসরণপূর্বক মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষ এবং কুমড়া জাতীয় সব্জি মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;

৫। সেচ কার্যক্রম ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ২৪টি প্রকল্প ও ১৪টি কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমগুলো হলো-

খাল পুন:খনন : ৫৮০ কি:মি:, ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ: ১৮ কিঃমিঃ, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ: ৫৫৮.০৪ কিঃমিঃ, গভীর নলকূপ স্থাপন: ১১৮ টি, গভীর নলকূপ পুর্নবাসন: ১৪৯ টি, শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন: ৬১০ টি, রাবার ড্যাম নির্মাণ: ২ টি, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ: ২৫০ টি, বেড়ী বাধঁ নির্মাণ : ১১.২১ কি:মি:, মজা পুকুর

---

* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৩৪৮.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন ৩৪৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন প্রদর্শন করেছে। চালের উৎপাদনের তথ্য সংশোধন করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কে অনুরোধ করা হয়েছে।

সংস্কার: ৪৪ টি, স্মার্ট কার্ড প্রিপেইট মিটার স্থাপন: ২৪৫ টি, সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়ন: ১০০০ টি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ: ৫৮০ টি, ফিতা পাইপ সংযোগ: ৫২,০০০ মিটার, বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ: ৩৫৮ টি, ওয়াটার পাস: ৫ টি।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৪৭৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন, ৪৮৫টি বিদ্যুতায়ন, ৫৮৯টি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ২২৫টি সেচনালা বর্ধিতকরণ, ১৮০টি পুরাতন অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় ১৬৮৭৫ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ৩৩টি ক্রসড্যামসহ ১৮৫.৫০ কিঃমিঃ খাল, ৪০টি পুকুর পুনঃখনন করে প্রায় ৭৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। সেচ কাজে নদীর পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে নদীর পাড়ে (যেখানে সারা বছর পানি থাকে) ও খাল পাড়ে ২৯টি এলএলপি (লো লিফ্ট পাম্প) স্থাপন ও ৭৩টি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে প্রায় ১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে।

৬। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ঃ
সরকারের নির্দেশনায় ১০ টাকার বিনিময়ে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৯০ হাজার টি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে ২ কোটি ২৫ হাজার টি।

৭। বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম ঃ
বিএডিসি কর্তৃক ২০১৫-১৬ মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন ১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে কৃষক পর্যায়ে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ সরবরাহ করা হয়।

৮। খামার যান্ত্রিকীকরণ ঃ
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) শীর্ষক একটি প্রকল্প **১৭২ কোটি ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা** ব্যয়ে সারাদেশব্যাপী চালু হয়েছে। এতে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, কম্বাইন হারভেষ্টার (বড়), কম্বাইন হারভেষ্টার (মাঝারি), রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ফুট পাম্প ইত্যাদি যন্ত্রের উপর ৩০% হারে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে।

৯। ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন :
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৭টি ফসলের ৫৭টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১০। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে **"বাংলাদেশের ভাসমান বাগান কৃষি পদ্ধতি"**-কে গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

১১। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২০১৬ সালে "Most noted research institutions in IDB Least Developed Member Countries" ক্যাটাগরীতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে "Forteenth edition of the IDB Prize for Science and Technology 1437H (2016G)" পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

১২। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পরিবেশ পদক ২০১৬' অর্জন করেছে।